দর্শনায় বিএনপি’র ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় মিছিল

সারা দেশের ন্যায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে সারাদেশে বিজয় র্যালীর আয়োজন করেছে বিএনপি। ছাত্র জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতন ঘটে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার এক বছর পূর্তিতে দর্শনা থানা ও পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে পৃথক পৃথক ভাবে ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় মিছিল ও গণ-জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা ডাকবাংলা চত্বর থেকে দর্শনা পৌর বিএনপি’র অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে ২০২৪ -এর ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে গণ-জমায়েত ও বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ মিছিলটি দর্শনা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে গণ-জামায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

এ গণ-জমায়েতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট। এ সময় তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় ৫ই আগষ্ট আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতন ঘটে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার ১ বছর পূর্তিতে দলটি এ দিবসটিকে বিজয়ের প্রতিক হিসেবে দেখছে। এ সময় আরও দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক শরিফ উদ্দীন, মমিনুল ইসলাম, শফিউল আজম তোতা, লুৎফর, আজিজুল হক, হারিজ উদ্দীন লাভলু, নাজিম আহমেদ, মোঃ ফেরদৌস আলম মন্টু, দর্শনা পৌর যুব দলের আহ্বায়ক মোঃ ফারুক হোসেন, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন (রিংকু), মিতুল, সুলতান, দর্শনা পৌর কৃষকদলের হাতেম আলী, রমিজ শাহরুল চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক, আলতাফ হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি, জাকির হোসেন সামাউল, সোহেব আক্তার শাফায়েত জামান পাপ্পু, আসিফ হাসান।

অপর দিকে দর্শনা থানা বিএনপি’র উদ্যোগে ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় র্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বিজয় র্যালীটি দর্শনা বাস স্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড় থেকে দর্শনা রেল বাজার মুক্ত মঞ্চে এসে শেষ হয়। পরে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা

সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা থানা বিএনপি’র সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত। এ সময় বক্তব্য রাখেন, দর্শনা থানা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাবেক চেয়ারম্যান আহম্মেদ আলী, বেগমপুর ইউনিয়ন এর সাবেক সভাপতি শেখ আসলাম আলী, মদনা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক শফিউল্লাহ শফি আরও নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অপর দিকে বিকেল সাড়ে ৫ টায় দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক আলহাজ্ব মশিউর রহমান এর নেতৃত্বে ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে গণ-জমায়েত ও বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদায় বিএনপি’র উদ্যোগে ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় র্যালি

দামুড়হুদায় উপজেলা বিএনপি, যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলসহ সহযোগী অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় র্যালি ও সংক্ষিপ্ত আলোচন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় দামুড়হুদা ব্রীজ মোড় থেকে জাঁকজমকপূর্ণ ও উৎসবমূখর পরিবেশে প্রথমে বিজয় র্যালি বের হয় র্যালিটি উপজেলা শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাসস্ট্যান্ড হয়ে দামুড়হুদা চৌরাস্তা মোড়ে এসে শেষ হয়। পরবর্তীতে চৌরাস্তার মোড়ের অস্থায়ী মঞ্চে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনিরের সভাপতিত্বে এসময় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থেকে ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের ১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গণ-অভ্যুত্থানের তাৎপর্য তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেমের সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়ার সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সালমা জাহান পারুল, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইকরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজ, সদস্য সচিব কে ডি সুলতানসহ দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপিসহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার মাদক সম্রাট ওল্টু এখন মাদকের গডফাদার

আলমডাঙ্গা বেলগাছি গ্রামের চিহ্নিত মাদক সম্রাট সন্ত্রাসী বোমা কালামের অবসান হলেও তার ছোট ভাই আবারও সক্রিয় হয়ে মাদক ব্যাবসায় জমিয়ে তুলেছে রাজ্য। এলাকাবাসী ফুঁসে উঠেছে। গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করলে তাদের হুমকি ধামকি দিয়ে চলেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী ইউনিয়নের বাগানপাড়ায় মৃত সাহেব আলির ছেলে ওল্টু আবারও মাদক ব্যাবসায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ওল্টুর বড় ভাই বোমা কালাম ছিল চিহ্নিত সন্ত্রাসী, ডাকাত এবং মাদক ব্যাবসায়ী। তার অত্যাচারে এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করতো। তার মৃত্যুর পর এই ওল্টু ভাইয়ের চলা পথে মাদক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে।

এক সময় ৫ই আগষ্টের পরে এলাকাবাসী গণপিটুনি দিয়েছিল কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী ওল্টু ও তার ব্যাবসায়ী পার্টনার তরিকুল ইসলাম কে। তার পরেও থামেনি তার মাদক ব্যাবসা। বরং প্রশাসনের চোখের সামনে মাদকের ভয়াল ছোবলে ক্ষতবিক্ষত এই এলাকায় ওল্টুর উপস্থিতি যেন এক আতঙ্কের নাম। সে শুধু একজন ব্যবসায়ী নয় এলাকাবাসীর চোখে সে মাদকের গডফাদার, যাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে একটি বিস্তৃত মাদকচক্র।

উল্লেখ্য, আলমডাঙ্গা বেলগাছী বাগানপাড়ার মৃত বোমা কালাম এর ছোট ভাই ওল্টুর বিরুদ্ধে আগে থেকেই একটি মাদক মামলা রয়েছে। ওই মামলায় একবার গ্রেফতার হলেও আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জামিনে বেরিয় এসে যেন আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে আবারও শুরু করেছে গাজা ও টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদকদ্রব্যের সরবরাহ ও বিক্রি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ওল্টুর কারণে পুরো এলাকা আজ মাদকের করাল গ্রাসে জর্জরিত। স্কুলপড়ুয়া কিশোর থেকে শুরু করে তরুণ সমাজ তার মূল টার্গেট। রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে বিষের প্যাকেট। দিনের আলোতেও নির্লজ্জভাবে মাদকাসক্ত খরিদ্দাররা তার বাড়িতে মাদক কেনার জন্য লাইন দেয়।

অবিলম্বে ওল্টুকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যাবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ করেছেন এলাকার সুধী সমাজ।

দর্শনায় ইয়াবা, ট্যাপেন্টাডল ও নগদ টাকাসহ গ্রেফতার ২

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪৫২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও ৫টি মোবাইল ফোনসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোর ৫টার দিকে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। দর্শনা বাসস্ট্যান্ড টার্মিনালের পাবলিক টয়লেটের সামনের পাকা রাস্তায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার চৌকস এসআই মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে দর্শনা মোহাম্মদপুর এলাকার মৃত আতিয়ার রহমানের ছেলে ও ইয়াবা ব্যবসার মূল হোতা নাজিম উদ্দিন ওরফে জনি ড্রাইভার (৪০) এবং একই এলাকার মৃত নাজিমুদ্দিন খন্দকার

রুমির ছেলে মোহাম্মদ আলী ওরফে তানিম (২২)-কে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে ৪৫২ পিস ইয়াবা, ১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, নগদ ৩০ হাজার টাকা এবং ৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকালই গ্রেফতারকৃত দুই আসামিকে চুয়াডাঙ্গা আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্রসহ দুই চাঁদাবাজ আটক

চুয়াডাঙ্গায় সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে পৌর এলাকায় দেশীয় অস্ত্রসহ দুইজন চাঁদাবাজকে গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার সকাল ৬টার দিকে ক্যাপ্টেন মঞ্জুরুল রহমান মাসফির নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার কলোনি পাড়ায় মঞ্জু হোসেনের বাড়িতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে ৫টি রামদা, ১টি চাপাতি, ২টি অ্যান্ড্রয়েড ফোন ও ১টি বাটন ফোনসহ আসামিদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার কলোনি পাড়ার মৃত বাবর আলীর ছেলে মোঃ মঞ্জু হোসেন (৫২) এবং
একই এলাকার সেলিম হোসেনের ছেলে মোঃ রাতুল (২২)।

ক্যাপ্টেন মঞ্জুরুল রহমান মাসফি বলেন, দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং আইন-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। যেকোনো ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রমের তথ্য নিকটস্থ

সেনা ক্যাম্প অথবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করার জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আজ ৫ আগষ্ট চুয়াডাঙ্গা স্থানীয় শহীদ দিবস

আজ চুয়াডাঙ্গা জেলায় স্থানীয় শহীদ দিবস। দিনটি উযাপন উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে আজ সকাল ৮টায় পাকবাহিনীর হাতে নিহত ৮জন মুক্তিযোদ্ধার সৃস্মিস্তম্ভে পুস্পমাল্য অর্পন, জাতীয় ও মুক্তিযোদ্ধা পতাকা উত্তোলন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছেন।

১৯৭১ সালের ৫ আগষ্ট চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার মধ্যবর্তী স্থান রতনপুর ও বাগোয়ান গ্রামের মাঝামাঝি মাঠে পাক-হানাদার বাহিনীর সাথে সমর সম্মুখ যুদ্ধে ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা অংশ নেন। এ যুদ্ধে ৭জন প্রাণে বেঁচে যায় ৮জন বীর মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়।

পাক হানাদার বাহীনির সাথে সমর সম্মুখ এ যুদ্ধে পাক-বাহিনীর ব্রাস ফায়ার ৮জন নিহত হয়। নিহতরা হলেন,শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান জামান, আবুল কাশেম, রবিউল ইসলাম, কিয়ামুদ্দিন, আফাজ উদ্দিন, আলাউল ইসলাম খোকন, রওশন আলম, খালেদ সাইফুদ্দিন ও আহম্মেদ তারেক।

যুদ্ধে নিহত ৮জনের লাশ দামুড়হুদা উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামে কিতাব হালদারের জমিতে চাপা মাটি দেয় পাক-হানাদার বাহিনী। এরপর ১৯৯৮ সালে ৮কবর স্মৃতিস্তম্ভ নিমার্ন করা হয়। এরা পর থেকে আট কবর নামে এ স্থানটি পরিচিতি লাভ করে। আটকবর স্মৃতিস্তম্ভে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় পতাকা,মুক্তিযোদ্ধা পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে বলেন জানান দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী অফিসার তীথি মিত্র।

উল্লেখ্য ১৯৭১ সালের ৫ আগস্ট বাগোয়ান গ্রামের রাজাকার কুবাদ আলী ও তার সহযোগিরা ভারতের ভাতগাছী ও ব্রম্মনগর সীমান্তে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধাদের মিথ্যা সংবাদে দেয় পাকবাহীনি

রতনপুর ও বাগোয়ান মাঠের ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে রাজাকাররা।
এ খবর পেয়ে ১৫জন মুক্তিযোদ্ধা তাদের অস্ত্র ও গোলা বারুদ নিয়ে বিকাল ৩টার দিকে রওনা ৪টার দিকে বাগোয়ান ও রতনপুর মাঠে পৌঁছায়। এদিকে আগে থেকে রাজাকার কুবাদ আলী ও তার সহযোগীদের প্লান অনুযায়ী নাটুদহ ক্যাম্পের পাক হানাদান বাহিনী ইংরাজী ইউ (ট) আকৃতিতে আবস্থান বা ওৎ পেতে ছিলো।

এ সময় ১৫জন মুক্তিযোদ্ধা রতনপুর ও বাগোয়ান মাঠে পৌছালে। মুক্তিযোদ্ধারা কিছু বুঝে ঊঠার আগে ওৎ পেতে থাকা পাকবাহিনী তিন দিক থেকে বৃষ্টিরমত গুলি বর্ষণ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীও পাল্টা গুলি বর্ষণ করে। উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলাগুলির এক পযার্য় মুক্তি বাহিনীর গুলা বারুদ শেষ হয়ে যায়।

এর মধ্যে ৭জন মুক্তিযোদ্ধা পিছু হটে প্রাণে বেঁচে গেলেও বাকি ৮জন মুক্তিযোদ্ধা ঘটনাস্থলে নিহত হয়। যরে যুদ্ধ শেষে পাক-বাহিনী ৮জন মুক্তিযোদ্ধার লাশ গুরুর গাড়িতে করে নিয়ে নাটুদহের জগন্নাথপুর গ্রামের নিকট মাঠে একটি গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে দেয়। স্থানীয় লোকজন নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের যানাজা করতে চাইলে পাক-হানসাদার বাহিনী তাদের যানাজা করতে দেয়নি। গণকবর দেওয়া সেই ৮জন মুক্তিযোদ্ধার কবরটি ৮ কবর নাম পরিচিতি পায়।

১৯৯৮ সালে ৬৬ শতক জমির উপর তৎকালিন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক একাট স্মৃতিস্তম্ভ নিমার্ন করে দেন। এবং বর্তমান সরকারের চুয়াডাঙ্গা-০১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়াদ্দার নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি যাদু ঘর নিমার্ন করে দিয়েছেন।

এ আট কবরটি ৩৩ শতক জমির উপর বিভিন্ন প্রজাতির ১১২টি গাছের ছায়া দিয়ে ঘিরে আছে আট কবর সৃস্মি স্তম্ভটি।

দর্শনার পরানপুর- লোকনাথপুর

সড়কে গাছ ফেলে ভ্যান ছিনতাই

দর্শনা পরানপুর লোকনাথপুর সড়কে ছিনতায়ের ঘটনা ঘটেছে। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রবিবার রাত ৯টার দিকে লোকরাথপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে দুইজন মহিলা ভ্যানযোগে পরানপুর গ্রামের দিকে আসছিল।

এসময় লোকনাথপুর পরানপুর সড়কের ধাপড়ী মাঠের বাশঁঝাড়ের নিকট সড়কে বাঁশ কেটে ও গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ করে। ভ্যানে থাকা দুই মহিলার নিকট থেকে একটি সোনার চেইন ও কানের দুল ও কিছু নগদ টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। তবে ভুক্তভোগীদের কারো সাথে দেখা করা সম্ভব হয়নি। জৈনক এক মোটর সাইকেল আরোহী ঐ সড়কে আসার সময় তাদের সাথে দেখা হয়। তিনিই এ ঘনাটি জানান সাংবাদিকদের কাছে। তবে তিনি কারো নাম ঠিকানা বলতে পারেনি। এ বিষয় দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর এর নিকট জানতে চাইলে ঘটনা জানেনা বলে জানান। ঘটনাটি শুনার পর সঙ্গীও ফোর্স নিয়ে ঘটনা স্থলে গিয়ে সড়কের পাশে বাঁশ ফেলে রাখতে দেখেন। এসময় দামুড়হুদা থানার অফিসার্স ইনচার্জ হুমায়ন কবির ও দ্রুত ঘটনা স্থলে পৌঁছে কাউকে পাননি বলে জানা গেছে।

তবে এ ঘটনায় ভ্যান চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়ে গেছে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মাকর্তা জানান ঘটনাটি দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকা বলে জানান, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর।

জীবননগরে পানিতে ডুবে দুই স্কুল ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় নদীতে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুর সাড়ে

১২টার দিকে উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামে ভৈরব নদীতে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলো—মুক্তারপুর গ্রামের ঈদগাহপাড়া এলাকার সজিব হোসেনের ছেলে রিমন হোসেন (৭) এবং একই এলাকার জুয়েল মিয়ার ছেলে জুনায়েদ হোসেন (৭)। তারা দু’জনই কুলতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, স্কুল ছুটি শেষে দুপুরে রিমন, জুনায়েদ ও রাব্বি নামের তিন বন্ধু মিলে বাড়ির পাশের ভৈরব নদীতে গোসল করতে যায়। নদীতে পাটজাগ দেওয়া ছিল। গোসলের একপর্যায়ে তারা সেই পাটজাগের ওপর উঠে খেলা করছিল। হঠাৎ রিমন পা পিছলে পানিতে পড়ে যায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে জুনায়েদও পানিতে ডুবে যায়। সঙ্গে থাকা রাব্বি দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি জানায়।

পরিবার ও স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে নদী থেকে শিশু দুটির মরদেহ উদ্ধার করে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মামুন হোসেন বিশ্বাস জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এই ঘটনায় মুক্তারপুর গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চুয়াডাঙ্গায় ২২৩ বোতল রেক্টিফাইট স্পিরিটসহ একজন আটক

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২২৩ বোতল রেক্টিফাইট স্পিরিট সহ যুগিরহুদার সোহেল (৪৫) কে আটক করেছে।

জানাযায়,গতকাল রবিবার বিকালে দামুড়হুদা মহাসড়ক থেকে ২২৩ বোতল রেক্টিফাইট স্পিরিটসহ তাকে আটক করে।এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ দাম একটি মামলা দায়ের করেছে। গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

আলমডাঙ্গা শহর ঘেঁষা আসাননগরে ভোগান্তি ; কাঁচা রাস্তা ডুবে আছে কাদায়

আলমডাঙ্গার শহরতলির আসাননগরে স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। কাঁচা রাস্তায় নিত্যকাদায় ডুবে মানবেতর জীবন করছে।অসুস্থ রোগী, শিক্ষার্থী ও লাশ পর্যন্ত আটকে পড়ে ঘরে!

আলমডাঙ্গা শহরের কোলঘেঁষা আসাননগর গ্রামের মানুষ যেন বঞ্চনার আরেক নাম। স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও এখানকার প্রধান রাস্তাটি এখনো কাঁচা। ফলে গ্রামের পাঁচ হাজার মানুষ বছরের বেশিরভাগ সময় কাটান কাদাপানিতে হেঁটে, পা পিছলে পড়ে, অসুস্থতা আর ক্লান্তির বোঝা নিয়ে।

গ্রামটির পশ্চিম ও উত্তরে জিকে সেচ খাল, দক্ষিণ ও পূর্বে কুমার নদী থাকায় আসাননগর গোলাকৃতি একটি দ্বীপগ্রামের মতো—বাইরে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা একটি রাস্তা, সেটিও এখন চলাচলের অনুপযোগী। বর্ষায় রাস্তার ওপর জমে থাকে হাঁটুসমান কাদা-পানি। এ যেন এক দুঃসহ যাত্রাপথ।

এই গ্রামের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন কষ্ট করে কাদাপানি মাড়িয়ে স্কুলে যায়। কোনো রিকশা বা ভ্যান ঢুকতে না পারায় পায়ে হেঁটে যেতে হয় দূরের স্কুল-কলেজে। শিশু শিক্ষার্থীদের স্কুল ইউনিফর্ম ভিজে কাদায় নোংরা হয়, অনেকে প্রায়ই পড়ে গিয়ে আহত হয়।

অপরদিকে, রোগীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। আসাননগর গ্রামের গৃহবধূ রওশন আরা বলেন, “আমার শাশুড়ির হঠাৎ অসুস্থ হলে ভ্যানে করে হাসপাতালে নিতে পারিনি। কাঁধে করে কাদা ভেঙে বাইরে নিয়ে যেতে হয়েছে। ভ্যানও ঢুকতে চায় না, চালকরা বলে, ওখানে গেলে চাকার অর্ধেক ডুবে যায়।”

স্থানীয় বাসিন্দা হানিফ শেখ বলেন, “কোনো মানুষ মারা গেলে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়াটাই এক যুদ্ধ। খাটিয়া বহন করে কাদা মাড়িয়ে

যেতে হয়। বর্ষায় জানাজায় ১০-১৫ জনের বেশি লোক অংশ নিতে পারে না।”

মসজিদ, ঈদগাহ ও গোরস্থানে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটিও এই কাঁচা পথ। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও দেখা দেয় সীমাহীন দুর্ভোগ। বর্ষায় রাস্তাটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন মনে হয়, এই গ্রাম যেন পুরো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ।

আসাননগরের লোকজন বলেন, নির্বাচনের সময় জনপ্রতিনিধিরা নিয়মিত আসেন, নানা প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু নির্বাচন শেষ হলে তারা আর ফিরেও তাকান না। স্থানীয় বাসিন্দা আজিম উদ্দিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, “প্রতিবার আমরা আশায় থাকি এবার কিছু হবে। চেয়ারম্যানরা শুধু ভোটের সময় বলে, এরপর আর কেউ খোঁজও নেয় না।”

সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের বিষয় হলো, শহরের এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রামে নেই কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নেই কোনো পাকা ড্রেনেজ ব্যবস্থা। অথচ আশপাশের গ্রামগুলোতে একের পর এক রাস্তা পাকা হয়েছে। আসাননগর গ্রাম যেন উন্নয়ন মানচিত্রে ভুলে যাওয়া এক অঞ্চল।

স্থানীয় মেম্বার বা চেয়ারম্যানের কাছেও গেলে তারা বলে, বরাদ্দ নেই, অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এ অপেক্ষার যেন কোনো শেষ নেই। গ্রামের মানুষ মনে করেন, একটি পাকা রাস্তাই তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রথম ধাপ। তারাই চান—জরুরি ভিত্তিতে অন্তত মসজিদ, গোরস্থান ও ঈদগাহে যাওয়ার সড়কটি পাকা হোক।

আসাননগর গ্রামের বাসিন্দারা সরকারের উচ্চ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, “আমরা রাস্তাই চাই, আর কিছু না। অন্তত একজন মানুষ মারা গেলে যেন ঠিকমতো জানাজা দেওয়া যায়, শিশুরা যেন ভিজে কাদা ডিঙিয়ে স্কুলে না যায়, আর অসুস্থ রোগী যেন কাঁধে নয়, ভ্যানে করে হাসপাতালে যেতে পারে।”

এই চরম দুর্ভোগ থেকে কখন মুক্তি মিলবে—সে প্রশ্নই এখন আসাননগরবাসীর হৃদয়জুড়ে।